তারিখ 25 NOV 1995 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক বাংলা

আশা করব শিক্ষকেরা কিছু মনে করবেন না—

শিক্ষকদের জন্য লিখছি। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। জানি, আমার এ লেখা অনেককে ক্ষুব্ধ করবে। অনেকে অসন্তুষ্ট হবেন। অনেকে শাপ-শাপান্ত করবেন। তবুও দীর্ঘদিন ধরে আমার একটা বাসনা শিক্ষকদের নিয়ে এ ধরনের একটা কিছু লিখি। আশা করব, শিক্ষকেরা শেষ পর্যন্ত কিছু মনে করবেন না।

গত ২৩ বছর ধরে দৈনিক বাংলায় সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লিখছি। মনে হয় এই ২৩ বছরের প্রতি সপ্তাহে শিক্ষকদের নিয়ে কিছু না কিছু লিখেছি। সে লেখা সাধারণত শিক্ষকদের পক্ষেই গিয়েছে।

দেশ স্বাধীন হবার পর প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হয়। এ সিদ্ধান্তে অভিনন্দন জানিয়েছি। এক সময় প্রাথমিক শিক্ষকদের এক থানা থেকে অন্য থানায় বদলীর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লিখেছি।

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য বার স্কুল ও কলেজের শিক্ষকেরা আন্দোলনে গিয়েছেন। প্রতি-বারই তাদের পক্ষে লিখেছি। আজ বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা সরকারী সাহায্য পাচ্ছেন। পাকিস্তান আমলে এ ধরনের সাহায্যের কথা কল্পনা করাও যেত না। শিক্ষকদের এ আন্দোলনের সময়ও শিক্ষকদের সপক্ষে লিখেছি। লিখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে। এখন সংকট দেখা দিলে শিক্ষকদের পক্ষেই লিখব।

কিন্তু এ লেখালেখির পরে একটি প্রশ্ন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। লিখব লিখব করে এতদিন লেখা হয়নি। ভেবেছি- আপনারা কে কি মনে করেন।

এখনো শিক্ষকেরা প্রেস ক্লাবের কাছাকাছি আসেন। সভা-সমাবেশ করেন। অবস্থান ধর্মঘট করেন। অনেক সময় অনশন ধর্মঘট করেন। এখনো মাঝে মাঝে কাছাকাছি যাই। আবার অনেক সময় দূর থেকে দেখি। এড়াতে চেষ্টা করি। নিজেকে প্রশ্ন করি- এমন কেন হয়!

এ প্রশ্ন সর্বস্তরের শিক্ষক নিয়ে। প্রশ্নটি দুর্নীতির। শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি আমাকে বিভ্রান্ত করে। বিপর্যস্ত করে। এই দুর্নীতির কারণ বর্ণনা করে আমি হাজার পাতার বই লিখতে পারি। বুঝাবার চেষ্টা করতে পারি যে, এসমাজে এমনই হবার কথা। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি থাকলে শিক্ষাঙ্গনে থাকবে না কেন? শিক্ষকেরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী নন তারা সামাজিক জীব। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা থাকতে পারেন না। এ যুক্তি দিয়েও নিজেকে বুঝাতে পারি না। মনে হয় শিক্ষাঙ্গনে একটু ব্যতিক্রম হলে ভাল হত।

কথাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিয়ে শুরু করা যাক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা আজকাল একটি লোভনীয় চাকরি। মেধার ভিত্তিতে সকলে এ চাকরি পাবার কথা হলেও দীর্ঘদিন ধরে তেমনটি হচ্ছে না। এ চাকরিতে এখন হাজার হাজার টাকার খেলা। আজকের সমাজে চাকরির জন্য হাজার হাজার টাকার খেলা আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু টাকা দিলেত চাকরি পাওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষক- তো হওয়া যায় না। অন্যান্য পেশা থেকে এ পেশার একটি ভিন্ন চরিত্র আছে। শিক্ষা দেয়া এ পেশার একমাত্র দায়িত্ব। টাকার অংকে মেধার পরীক্ষা হলে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব গৌণ হয়ে পড়ে। সারাজীবন টাকা দিয়েই সব কিছু মোকাবিলা করা যায়। যিনি টাকা দিয়ে শিক্ষক হন, আর যিনি টাকা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করেন তাদের কারও মনে কি এ প্রশ্নটি দেখা দেয় না?

প্রায় একই অবস্থা চলছে স্কুল এবং কলেজে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে টাকার অংক এখানে কম হলেও টাকার খেলা একদম কম নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় হোক, স্কুল হোক, কলেজ হোক টাকায় নিযুক্ত শিক্ষকেরা এক সময় নিশ্চয়ই অনুধাবন করেন যে ছাত্রদের কাছ থেকে তারা শ্রদ্ধা পান না। আমার ধারণা, টাকা দিয়ে শিক্ষক হয়ে শ্রদ্ধা কেনার মত সম্পদ তাঁরা কোনদিনই অর্জন করতে পারেন না।

তবে এ টাকার খেলা শুধু চাকরি প্রাপ্তি নিয়ে হলেও হয়ত ভাবা যেত- দেশে চাকরির বড্ড অভাব। মেধাবী ভাল ছাত্রদেরও চাকরি পেতে টাকার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। সকলের প্রভাবশালী চাচা বা মামা না থাকায় তাদের এ পথ নিতে হচ্ছে। এ অবস্থা সাময়িক। শিক্ষকতার মহান পেশায় পরবর্তীকালে সব পাল্টে যাবে।

কিন্তু তেমনটি আদৌ হচ্ছে না। বিষবৃক্ষ থেকে অমৃত ঝরছে না। এ টাকার আস্ফালন এখন স্কুল কলেজের প্রতিটি কাজেকর্মে। স্কুল-কলেজে ভর্তি, উপরের শ্রেণীতে উঠা, বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য নির্বাচন, সবই এখন টাকার অংকে। কোন নির্দিষ্ট শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে সে বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়া অনিবার্য।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে দীর্ঘদিন ধরে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফল স্থগিত থাকছে। বোর্ড বিপর্যস্ত হচ্ছে। বোর্ডের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

সকলেরই জানা যে এর প্রধান কারণ একশ্রেণীর শিক্ষক। বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক বা কলেজের অধ্যক্ষ। এদের সহযোগিতায় পরীক্ষার পূর্বে অনেক অছাত্র ছাত্র হচ্ছে। একশ' জনের কলেজে পরীক্ষার্থী হচ্ছে চারশ'। অনেক স্কুল শুধুমাত্র এসএসসি পরীক্ষার মাস ছয়েক পূর্বে ঝাঁপ খুলছে। অন্যান্য স্কুলের বাতিল ছাত্রদের গ্রহণ করে পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করছে হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে। এ সকল ছাত্রদের নিয়মিত রেজিস্ট্রেশন নেই। কোন বৈধ সার্টিফিকেট নেই। বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মচারীর সহযোগিতায় এ কাজগুলি করছেন শিক্ষকেরা। এ জন্য প্রধানত দায়ী অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষক। কারণ, এরা সহযোগিতা না করলে এ ধরনের অ-ছাত্রদের আদৌ পরীক্ষা দেবার কোন সুযোগ হতে পারে না।

তাই আমার জানতে ইচ্ছে, কিছু কিছু কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের জীবন নিয়ে এমন ছিনিমিনি কেন খেলেন। কেন তারা অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীকে টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও পরীক্ষা দিতে পাঠান। কেন শ'য়ে শ'য়ে টাকার বিনিময়ে একজন অ-ছাত্রকে ছাত্র বানান। কেন একশ্রেণীর শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে ছাত্ররা উপরের ক্লাসে উঠতে পারে না। কেন এই ভুয়া ছাত্রদের জন্য প্রতিবছর বোর্ডের পরীক্ষায় গোলযোগ হয়। কেন তাদের কারণে প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষার ফল স্থগিত হয়। কেনইবা শিক্ষা বোর্ডকে সম্প্রতিকালে এক ধরনের স্কুল কলেজের বিরুদ্ধে দুর্নীতির দায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। এ ঘটনা কি লজ্জাজনক নয়। নাকি শিক্ষকদের অভিধানে আর লজ্জা শব্দটি নেই। এ ব্যাপারে কারো কি কোন দায়িত্ব নেই। শিক্ষক সমাজের সামগ্রিকভাবে কি কোন দায়িত্ব নেই। দিনের পর দিন এক এক শ্রেণীর শিক্ষককে মাজায় দড়ি আর হাতে হাতকড়া দিয়ে আদালতে দাঁড় করান হবে- এর কি কোন বিহিত নেই। মুষ্টিমেয় শিক্ষকের জন্য এ দুরপনেয় কলংক নিয়ে কি নীরব থাকবে শিক্ষক সমাজ। তাদের কি একমাত্র বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন করা ব্যতীত কোন কিছু করণীয় নাই।

তাই সকলের জন্য আমার এ প্রশ্ন নয়। আমার এ প্রশ্ন নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষকদের জন্য। এ শিক্ষকেরা সংগঠন করেন। আন্দোলন করেন। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। আমার তাদের কাছে জিজ্ঞাসা- আপনারা দুর্নীতির প্রশ্নটি কি কখনও ভেবে দেখেছেন? আপনাদের সমস্ত আন্দোলন আমরা সমর্থন করেছি। আপনাদের দাবীদাওয়া পত্রিকায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপনারা কোন দিনই মুখ খুলেননি। সমাজের সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন এই শিক্ষকদের উদ্যোগেই প্রতিবছর ভুয়া ছাত্র সৃষ্টি হচ্ছে। অ-ছাত্র পরীক্ষায় বসছে। এবং এদের জন্য ভেঙ্গে পরছে পরীক্ষা ব্যবস্থা। সঙ্কটে পড়ছে সাধারণ নিয়মিত ছাত্ররা। অথচ আপনারা কিছু বলছেন না।

আমার একান্ত জানার বাসনা— আপনাদের সংগঠনে কি কোন নিয়ম-শৃংখলা নেই। শৃংখলা ভঙ্গের জন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেই। নাকি নিয়ম-শৃংখলার প্রশ্নটি আপনাদের সংগঠনের গঠনতন্ত্র থেকে উবে গেছে বা আপনাদের গঠনতন্ত্রে সংযোজিত হয়নি। তা না হলে এমন ঘটনা ঘটছে কি করে সংবাদপত্রে দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হচ্ছে। শিক্ষা বোর্ড শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল হচ্ছে। সাহায্য বন্ধ হচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে কোন কিছুই বলা হচ্ছে না। সংগঠনের পক্ষ থেকে পেশাগত অপরাধের জন্য কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন খবরই আমরা ছাপাতে পারলাম না।

আপনাদের সংগঠনের বিভক্তির খবর আমরা ছেপেছি। ছেপেছি পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগের খবর। কিন্তু শিক্ষার স্বার্থে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে কোন খবরই কোন দিন আপনারা আমাদের দফতরে পৌঁছে দেননি।

তবে শুধুমাত্র স্কুল কলেজ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কেও এ ধরনের অজস্র প্রশ্ন আছে। এ ধরনের ঘটনা আপনাদের অঙ্গনেও অসংখ্য ঘটে। ভুয়া সার্টিফিকেট, চাকরি, বিদেশে গিয়ে অনন্ত দিন ধরে ফিরে না আসা, উত্তরপত্র নিরীক্ষণে অযথা বিলম্ব করে সেসন-জট সৃষ্টি—এ ধরনের অসংখ্য খবর পত্রিকায় ছাপা হয়। শিক্ষকদের সংগঠনের কোন বক্তব্যই কোন দিন আমরা পত্রিকায় ছাপাতে পারিনি।

আমার আরো জানতে ইচ্ছে করে, কোন যুক্তিতে শিক্ষকেরা তাদের মহান হবার বদৌলতে একশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আলাদা সুযোগ দাবী করেন। তাহলে আমলাদের সন্তান, চিকিৎসকের সন্তান, প্রকৌশলীদের সন্তানেরা এ সুবিধা পাবে না কেন। তা'হলে আবার সেটা যাচাইয়ের কথা বলে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয় কেন। সেক্ষেত্রে কোন কিছু বলা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের উপর হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেন কেন। আপনাদের ত দেখলামনা ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠা কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা লিখতে।

জানি না, এ প্রশ্নের জবাব আদৌ পাওয়া যাবে কিনা। তবে শিক্ষাঙ্গনে এ প্রশ্নগুলি আজ সরবে উচ্চারিত। আর আমাকেও দীর্ঘদিন ধরে এ প্রশ্নগুলি তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। যার পরিণতিতে আজকের এই লেখা। জানি, আমার লেখায় অনেকে ক্ষুব্ধ হবেন। তবুও বিশ্বাস করতে চাই যে আপনারা কিছু মনে করবেন না।

— নির্মল সেন